‘ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ’ নামক গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশের জনগণ

بسم الله الرحمن الرحيم

[সম্মাননীয় খতিব/ইমাম, আসসালামু আলাইকুম। আপনি অবগত আছেন, প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামদেরকে ‘মুসল্লিগণের জিম্মাদার’ তথা ‘দায়িত্বশীল’ আখ্যা দিয়েছেন (আবু দাউদ, হা: ৫১৭, বর্ণনার মান : সহিহ); মুসল্লিবৃন্দের নামাজের গুরুদায়িত্ব এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার কর্তব্য আপনার কাঁধেই অর্পিত। বর্তমানে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার যে বৈদেশিক চক্রান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি আমরা, তার নাম ‘ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ’। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা আবশ্যক। সেজন্য এ সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ প্রামাণ্য খুতবা পেশ করা হলো, আশা করি, আপনি নবিজির বলে দেওয়া কর্তব্যটুকু পালন করবেন। আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে তৌফিক দিন। আমিন।]

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসুলিহিল কারিম। আম্মা বা’দ :

সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে বড়ো দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উপস্থিত হয়েছি, সচেতন মুসলিমদের বুকচেরা আর্তনাদ নিয়ে কথা বলতে; আমাদেরকে ধ্বংস করার গভীর ষড়যন্ত্র নিয়ে কথা বলতে। আজকের এ সময়ে আমরা যখন গাফেল রয়েছি, তখন আমাদের অগোচরেই আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার এবং আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার প্রায় সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে। কেবল কফিনের শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়াই বাকি। আমাদের ধ্বংস করার মহাপ্লাবনকে ঠেকাতেই আজকের খুতবায় আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি— **‘ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ’ নামক গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশের জনগণ।** এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ দেশের নব্বই ভাগ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অবস্থান এবং শত্রুদের চক্রান্ত রুখে দিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ। তবে মূল আলোচনার শুরুতেই একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই— ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থানের সাথে রাজনীতির দূরতম সম্পর্কও নেই; এটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ধর্মীয় ও ইমানি অবস্থান।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ আসলে কী?

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের পাঁয়তারাকে রুখে দিতে হলে, এর ভয়াবহতা এবং এটার পরিচয় সম্পর্কে জানা জরুরি। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং আমাদের ইমান নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই বলেই এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তাই কিছু অপ্রীতিকর শব্দের ব্যবহার আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনি মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনা করুন। আপনার কলিজার টুকরা স্কুলপড়ুয়া বা মাদরাসাপড়ুয়া জ্বলজ্যান্ত ছেলের চলাফেরা হঠাৎ করেই পরিবর্তন হয়ে গেল। একদিন সে বলে বসল, ‘সে একজন মেয়ে। দৈহিকভাবে সে ছেলে হলেও মনে মনে নিজেকে মেয়ে মনে করে সে। তাই বিয়ে করতে হলে সে কেবল ছেলেকেই বিয়ে করবে!’ অথবা আপনার আদরের জ্বলজ্যান্ত সাবালিকা মেয়ে আপনাকে এসে বলল, ‘সে একজন ছেলে। শারীরিক গঠনে সে

একজন মেয়ে হলেও, এখন থেকে সে নিজেকে ছেলে মনে করছে। তাই সে কেবল একজন মেয়েকেই বিয়ে করবে!'

সম্মানিত উপস্থিতি, এটাই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভয়াবহতা। আপনি কীভাবে মেনে নেবেন আপনার সন্তানের এমন পরিস্থিতি? আপনার সন্তানের ইমান ও মানসিক চেতনা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য তার পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিকৃত মতবাদের দীক্ষা! যেহেতু মেয়ের সাথে মেয়ের এবং ছেলের সাথে ছেলের যৌনকর্ম তথা সমকামিতা আমাদের ইসলাম ধর্মে 'সর্বোচ্চ দণ্ডনীয়' অপরাধ এবং *বাংলাদেশের দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার মতো ভয়াবহ অপরাধ,*[1] সেহেতু সরাসরি 'আমি সমকামী' না বলে এই বিকৃতমনা গোষ্ঠী 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে এ দেশের জনগণকে ধোঁকা দেয় অথবা ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

সোজা কথায়, এরকম বিকৃত চেতনায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলের কথা এরকম— "আমি ছেলে হলেও আমার যৌন-আকর্ষণ বা টান আরেকজন ছেলের প্রতি, সেজন্য সরাসরি এ কথা বললে তো আমি পরিত্যাজ্য হব মানুষের কাছে; তাই আমি বলব, আমি হলাম ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ-রূপান্তরিত নারী (transwoman), দৈহিকভাবে ছেলে হলেও মনে মনে আমি একজন মেয়ে। সুতরাং বিয়ে করতে হলে অথবা শারীরিক মিলন করতে হলে একজন ছেলের সাথেই করতে হবে আমাকে!" অনুরূপভাবে বিকৃত চেতনায় নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়ে চিন্তা করে, "আমি মেয়ে হলেও আমার যৌন-আকর্ষণ বা টান আরেকজন মেয়ের প্রতি, সেজন্য সরাসরি এ কথা বললে তো আমি পরিত্যাজ্য হব মানুষের কাছে; তাই আমি বলব, আমি হলাম ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ-রূপান্তরিত পুরুষ (transman), দৈহিকভাবে মেয়ে হলেও মনে মনে আমি একজন ছেলে। সুতরাং বিয়ে করতে হলে অথবা শারীরিক মিলন করতে হলে একজন মেয়ের সাথেই করতে হবে আমাকে!"

সুপ্রিয় উপস্থিতি, এই শব্দটা কয়েকবছর আগে পর্যন্ত আমাদের এ দেশে পরিচিত ছিল না। হঠাৎ করেই পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করে পত্রপত্রিকা-সহ দেশের প্রধান প্রধান মিডিয়ায় ও পাঠ্যপুস্তকে এ শব্দ ঢুকানো হয়েছে এবং মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে লিঙ্গ-পরিবর্তনকারী নারী ও পুরুষদেরকে 'অনুসরণীয় আইডল' হিসেবে দেখানো হচ্ছে! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এমনকি সম্প্রতি ***'মাছরাঙা টেলিভিশনে'*** দেশের বিখ্যাত অভিনেতাদের দিয়ে লিঙ্গ-পরিবর্তনের পক্ষে ***'সিদ্দিক'*** নামে নাটক সম্প্রচারিত হয়েছে এবং সমালোচনার শিকার হয়ে তারা ইউটিউব থেকে নাটকের ভিডিয়োটি সরিয়ে ফেলেছে!

আপনারা নিজেরাও আপনাদের মোবাইল ফোনে বাংলায় 'ট্রান্সজেন্ডার' লিখে সার্চ করলে জানতে পারবেন, এটা কী জিনিস। 'বিবিসি বাংলার' একটি সংবাদে লেখা হয়েছে, **"কেউ যদি জন্মসূত্রে যে**

---

[1] দ্য পেনাল কোড, ১৮৬০ খ্রি., ধারা : ৩৭৭. প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা অস্বাভাবিক অপরাধ (Unnatural offences), লিংক : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3233.html?lang=bn।

লিঙ্গ পেয়েছে তার পরিচয় না দিয়ে ভিন্ন পরিচয় দেয় তাহলে তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়।”[2] সংবাদটিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে আরও বলা হয়েছে, “যেমন- ট্রান্সজেন্ডার নারী এমন একজন যিনি বর্তমানে নিজেকে নারী হিসাবে পরিচয় দিলেও তিনি জন্মেছেন পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে। তার মুখে দাড়ি, কণ্ঠ মোটা এবং শারীরিক গড়ন পুরুষের মতো হলেও তিনি নিজেকে নারী পরিচয় দিয়ে থাকেন। কারণ পুরুষের লিঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও তিনি নিজেকে পুরুষ মনে করেন না।... একইভাবে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ এমন একজন যিনি বর্তমানে পুরুষ পরিচয় দিলেও তিনি জন্মেছেন নারীর লিঙ্গ নিয়ে। তাদের শারীরিক গড়ন নারীদের মতো হলেও আচরণে কোনো নারীসুলভ বিষয় থাকে না।”[3]

সম্মানিত উপস্থিতি, মূলত ১৯৫৫ সালে অ্যামেরিকার জন হপকিন্স ইউটিভার্সিটির ***‘জন মানি’*** নামক যৌনবিশারদ মনোবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এই ‘জেন্ডার আইডেন্টিটির’ ধারণা দেয় এবং পরবর্তীতে ব্রায়ান রাইমার ও ব্রুস রাইমার নামক দুই জমজ ভাইয়ের ওপর লিঙ্গ-পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা চালায়। কিন্তু তার গবেষণা ব্যর্থ হয় এবং বড়ো হয়ে দুই ভাই-ই আত্মহত্যা করে। যদিও এই মতবাদের পেছনে কলকাঠি নাড়ানো পশ্চিমা মোড়লরা জন মানিকে ঠিকই খলনায়কের বদলে ‘বিরাট আইকন’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করে![4] এইরকম কুটিল কাফিরদের মদদপুষ্ট মতবাদের নাম ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ, যা আমাদের দেশের জনগণকে জোর করে গেলাতে চায় পশ্চিমা মোড়ল ও তাদের দোসররা! কাফানাল্লাহু শার্রাহুম ওয়া আফশালা মাকরাহুম।

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ :

সম্মানিত উপস্থিতি, ইসলামি শরিয়তবিরোধী এই গর্হিত অপরাধকে ‘ভালো বিষয়’ হিসেবে আমাদের কোমলমতি সন্তানদের পাঠ্যপুস্তকে ঢোকানো হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ২০২৪ সালের জন্য নির্ধারিত ৭ম শ্রেণির একটি পাঠ্যবই— ***ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান।*** এ বইয়ের ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ***‘শরীফার গল্প’*** শিরোনামে একটি গল্প বলা হয়েছে এবং সেটা নিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আলোচনা কেমন হওয়া উচিত সেটা শেখানো হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র ‘শরীফা’ নামে একজন ব্যক্তি বলছে, ছোটোবেলায় সে ছেলে ছিল। তার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। কিন্তু বড়ো হতে হতে তার মনে হতে লাগল, সে জন্মসূত্রে ছেলে হলেও মনে মনে একজন মেয়ে! তাই সে নিজের ‘শরীফ আহমেদ’ নামকে পরিবর্তন করে ‘শরীফা’ রাখল। বইটির ৪০ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, **“ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে।...”**[5] একই পৃষ্ঠায় ‘শরীফার’ জবানে

---

[2] বিবিসি নিউজ বাংলা, নিউজের শিরোনাম : “ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া, নন বাইনারি কারা?”, নিউজের লিংক : www.bbc.com/bengali/articles/cl4xl4m407no.amp।

[3] বিবিসি নিউজ বাংলা, নিউজের শিরোনাম : “ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া, নন বাইনারি কারা?”।

[4] ম্যাট ওয়ালশ, হোয়াট ইজ অ্যা ওম্যান, পৃ. ৩৯-৬৫।

[5] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান - সপ্তম শ্রেণি (পুনর্মুদ্রণ ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ৪০।

বলা হয়েছে, **“একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে।”**[6]

৪৪ পৃষ্ঠায় শরীফার কাহিনী নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়ামূলক আলোচনা কেমন হওয়া উচিত, সেটা দেখাতে যেয়ে বলা হয়েছে, “হাস্না বলল, **আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শারীরিক গঠন দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।** মামুন বলল, তাই তো! **আমরা শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।**”[7]

কোমলমতি ছেলেমেয়েদেরকে শেখানো হচ্ছে, জন্মসূত্রে যার লিঙ্গ যেটাই থাকুক না কেন, একজন ছেলে নিজের ইচ্ছামতো নিজেকে মেয়ে বলে দাবি করলেই, সে একজন মেয়ে; একজন মেয়ে নিজেকে ছেলে বলে দাবি করলেই, সে একজন ছেলে! কেউ যদি এসব জঘন্য বিকৃতমনা কর্মকাণ্ড না মানতে চায়, তাহলে এই বিকৃতমনারা তাকে ‘ট্রান্সফোবিক (লিঙ্গ-পরিবর্তনকারীদের ভয় পাওয়া বা এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ব্যক্তি)’ আখ্যা দেয়! অথচ তাদের মধ্যেই মানসিক রোগ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ভুল দেহে আটকা পড়া পুরুষ বা নারী ভাবে। এমনকি হাস্যকর হলেও সত্য, অ্যামেরিকার সিয়াটলের ‘নাইয়া ও-কামি’ নামে একজন নারী (বয়স ২৯) বছরদুয়েক আগে নিজেকে ***‘ব্রিটিশ-কলাম্বিয়ান নেকড়ে’*** বলে দাবি করেছে; বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তার ব্যাপারে নিউজও হয়েছে! অর্থাৎ সে মানবদেহে আটকা পড়া নেকড়ে![8]

অথচ লিঙ্গ-রূপান্তর করে মানবদেহে বিকৃতি ঘটানো ইবলিস শয়তানের কাজ, আজ ইবলিসের দোসররা সে কাজটিই করতে চাইছে আমাদের আদরের সন্তানদের সাথে। শয়তান মহান আল্লাহর উদ্দেশে বলেছিল, যে কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলে দিয়েছেন,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.

“আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কান ছিদ্র করে এবং **তাদেরকে আদেশ করব, আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে।** যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।”[9] আল্লাহ আমাদেরকে ইবলিস শয়তান ও তার দোসরদের ভয়াল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

---

[6] ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান - সপ্তম শ্রেণি, পৃ. ৪০।

[7] ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান - সপ্তম শ্রেণি, পৃ. ৪৪।

[8] অ্যামেরিকান অ্যাক্টিভিস্ট ‘ম্যাট ওয়ালশের’ সাথে নাইয়া ও-কামির ‘নেকড়ে হওয়া’ বিষয়ক সাক্ষাৎকার : https://youtu.be/NOt4jsV59uw?si=t_fFiRc1sG7dF9O9।

[9] আল-কুরআন, ৪ (সুরা নিসা) : ১১৯।

বাংলাদেশ আইন পাশ হতে চলেছে ট্রান্সজেন্ডার নামক জঘন্য বিকৃতির পক্ষে :

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ, পশ্চিমা বিশ্বে 'গে রাইটস মুভমেন্ট' বা 'এলজিবিটি রাইটস মুভমেন্ট (এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার আন্দোলন)' নামে একটি শক্তিশালী আন্দোলন আছে। যারা মূলত সমকামী-ট্রান্সজেন্ডারদের অনৈতিক অধিকার আদায়, সমকামী বিয়ের অনুমোদন, সমকামী-ট্রান্সজেন্ডারদেরকে সামাজিকীকরণের জন্য কাজ করে থাকে।[10]

ইংরেজি 'LGBT+' বলতে বোঝায়—

L = Lesbian (লেসবিয়ান তথা নারী সমকামী)

G = Gay (গে তথা পুরুষ সমকামী)

B = Bisexual (বাইসেক্সুয়াল তথা উভকামী; যে নারী-পুরুষ উভয়ের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়)

T = Transgender (ট্রান্সজেন্ডার তথা লিঙ্গ-রূপান্তরিত মানুষ; যে জন্মসূত্রে পাওয়া লিঙ্গের বিপরীত মানুষ বলে পরিচয় দেয় নিজেকে)।

উক্ত আন্দোলনের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশে সমকামিতার অনুমোদন আদায় করা হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নিজেদের দিন-ধর্ম বদলে ফেলা' বিজাতীয় কাফিরদের অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক ও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন; অথচ আজকে আমাদের চামড়ার একদল লোক এই কাজটি করে যাচ্ছে এবং অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সহিহুল বুখারিতে (হা. ৩৪৫৬) বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ.

আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে — প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি সাণ্ডার গর্তেও ঢুকে যায়, তবে তোমরাও (তাদের অনুসরণ করে) তাতে ঢুকে পড়বে!" আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রসুল, আপনি কি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথা বলছেন?" নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারা নয়তো আর কার কথা (বলব)?"[11]

সম্মাননীয় উপস্থিতি, ঠিক এই কাজটিই করতে চলেছে এ দেশের একটি গোষ্ঠী। যারা দেশের খেয়ে দেশের পরে, 'নিজেদের দিন-ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলা' বিজাতীয় কাফিরদের মতাদর্শকে আইনসিদ্ধ করতে চাইছে আমাদের দেশে। সম্প্রতি (১২ই জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. তারিখে) অ্যামেরিকার বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম ***সিএনএন (CNN)*** কর্তৃক প্রচারিত একটি সংবাদে উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর তিক্ত সত্য— অ্যামেরিকার ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেজান্টিসের একটি বিস্ফোরক মন্তব্য। **গভর্নর ডেজান্টিস**

---

[10] এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকার আর্টিকেল : https://www.britannica.com/topic/gay-rights-movement

[11] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৪৫৬; সামান্য শব্দের পরিবর্তনে সহিহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে, হা. ২৬৬৯।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা করে জানিয়েছে, মার্কিন জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের ডলারের একটা বিরাট অংশ বাইডেন ব্যবহার করছে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচারের পেছনে! এর ফলে মার্কিন জনগণের ট্যাক্সের ডলার নষ্ট করা হচ্ছে। উক্ত সংবাদে আরও বলা হয়েছে, **বাংলাদেশে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার ব্যয় করে আলোচ্য প্রোগ্রাম আরম্ভ করে; অর্থাৎ বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ-সহ সকল ধরনের সমকামিতা প্রচারের প্রোগ্রাম।**[12] বাংলাদেশী টাকায় শুধু ট্রাম্পের আমলেই প্রায় সাড়ে তিরানব্বই কোটি টাকা ব্যয় করে বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা তথা সমকামিতা বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে! পরবর্তীতে আরও কত কোটি টাকা ঢালা হয়েছে এর পেছনে আল্লাহ ভালো জানেন।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন—আর তাঁর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে?—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.

"নিশ্চয়ই কাফেররা মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তারা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, এরপর ওটাই তাদের জন্য পরিতাপ ও আফসোসের কারণ হবে এবং (একসময়) তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরি করে, তাদেরকে একত্রিত করা হবে জাহান্নামে।"[13]

সম্মানিত উপস্থিতি, আরও ভয়াবহ খবর হলো— গত ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ***'দৈনিক ইত্তেফাক'*** থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট। রিপোর্টে বলা হয়েছে, **"'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩' শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ।** তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করার জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ...।"[14] উক্ত আইন পাশ করানোর পেছনে রয়েছে 'বন্ধু সোসাইটি' নামক একটি পশ্চিমা মদদপুষ্ট এনজিও। তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'বন্ধু প্রোফাইলে' তারা জানিয়েছে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের' খসড়া তৈরি করেছে তারা।[15]

বিভিন্ন দেশের সমকামী সম্প্রদায়কে তাদের সমাজে পুনর্বাসন ও সামাজিকীকরণের কাজ করা ব্রিটিশ সংস্থা ***'অ্যামেরা ইন্টারন্যাশনালের'*** তথ্য মোতাবেক **বাংলাদেশে 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার**

---

[12] সূত্র : https://www.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html।

[13] আল-কুরআন, ৮ (সুরা আনফাল) : ৩৬।

[14] দৈনিক ইত্তেফাক, রিপোর্টের শিরোনাম : "সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা", রিপোর্টের লিংক : www.ittefaq.com.bd/amp/669275।

[15] বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বন্ধু প্রোফাইল, পৃ. ১৪-১৫।

সোসাইটি' এবং 'বয়েজ অফ বাংলাদেশ' (BOB) নামক দুটো সংস্থা এলজিবিটি সম্প্রদায়কে তথা সকল ধরনের সমকামী গোষ্ঠীকে সহয়তা করে থাকে।[16]

এছাড়াও সুপরিচিত এনজিও 'ব্র্যাক'-ও সরাসরি এলজিবিটি সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে তাদেরকে সহয়তা করা এবং বাংলাদেশে তাদেরকে স্বীকৃত ও অনুমোদিত করার কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮ সালে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে তারা এসব কার্যক্রমের বিবরণ দিয়েছে।[17]

সম্মানিত উপস্থিতি, সেজন্যই আমরা দেখতে পাই, সম্প্রতি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষক জনাব আসিফ মাহতাব ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ব্যাপারে সচেতনতামূলক একটি সেমিনারে এই মতবাদের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন এবং সপ্তম শ্রেণির বইতে 'শরীফার গল্প' ঢোকানোর বিরোধিতা করেন। এই অপরাধে (!) ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরিচ্যুত করে ফেলেছে। এমনকি এই ঘটনা সম্পর্কে বিবিসি বাংলা যেই নিউজ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, "বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে ওঠা পাঠ্যপুস্তকের গল্পটি নিয়ে **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এনসিটিবি বলছে, পাঠ্যক্রমের যেকোনো বিষয়বস্তু বা শিক্ষাসূচী প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং বারংবার পর্যালোচনার পরই ছাপানো হয়।** এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "**সরকার ট্রান্সজেন্ডারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা সমাজেরই একটা অংশ।** এ বিষয়ে বই রিভিউয়ের সময় ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট, জেন্ডার স্পেশালিস্ট ছিলেন। তিনবার বইটি রিভিউ হয়েছে। তারা সবকিছু দেখে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন।" "**বইতে যা দেয়া হয়েছে, তা সময়ের প্রয়োজন**", বলেন অধ্যাপক ইসলাম।" বিবিসি বাংলার নিউজ থেকে উদ্ধৃতি সমাপ্ত।[18]

অথচ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্যই সমকামিতার প্রসার ঘটানো এবং অস্বাভাবিক যৌনাচার ছড়ানো। আর আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী সমকামিতা-সহ যেকোনো প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা অস্বাভাবিক যৌনাচার দণ্ডনীয় অপরাধ! তাহলে কীভাবে এই মতবাদ সরকার-স্বীকৃত হয়ে গেল?!

ইসলামে ট্রান্সজেন্ডারিজম তথা লিঙ্গ-রূপান্তর মতবাদের বিধান কী?

সম্মানিত উপস্থিতি, **ইসলামি শরিয়তে জন্মসূত্রে পাওয়া সুস্থ লিঙ্গের পরিবর্তন করা হারাম। ছেলে থেকে মেয়ে হওয়া কিংবা মেয়ে থেকে ছেলে হওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং কবিরা গুনাহ। কোনো ব্যক্তি যদি এই সুস্পষ্ট হারামকে হালাল মনে করে, তাহলে সে আর ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকবে**

---

16 সূত্র : https://amerainternational.org/sexual-orientation-and-gender-identity-country-list/bangladesh-lgbtqi-resources/#c-l।

17 Current scenario of the marginalized population in Bangladesh: identifying data gaps for action towards "Achieving Universal Health Coverage by 2030" (Dhaka : Centre of Excellence for Health Systems & Universal Health Coverage, First published 2018), p. page of Acknowledgements, 11 & 14.

18 বিবিসি নিউজ বাংলা, সংবাদের শিরোনাম : "বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক, যা জানা যাচ্ছে", লিংক : www.bbc.com/bengali/articles/c51ejgq45xlo.amp।

না, বরং কাফির হয়ে যাবে। কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন দলিল থেকে এ কাজের নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা কয়েকটি দিক থেকে দলিলগুলো পেশ করছি।

১. লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হারাম। কারণ লিঙ্গ-পরিবর্তন করা মানে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা। মহান আল্লাহ শয়তানের কথা বর্ণনা করে বলেছেন,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا.

“আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কান ছিদ্র করে এবং তাদেরকে আদেশ করব, **আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে।** যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়; অথচ শয়তান যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। **তাদেরই বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং সেখান থেকে তারা পালাবার কোনো জায়গা পাবে না।**”[19]

এ আয়াতগুলো থেকে সাব্যস্ত হয়, আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা শয়তানের তাবেদারি ও অনুসরণ করার অন্তর্ভুক্ত; যারা এ কাজ করবে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, যেখান থেকে তারা পালাতে পারবে না। **কেউ বলতে পারেন, আয়াতে কোথায় বলা হলো, লিঙ্গ-পরিবর্তন করা মানে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা?** এর জবাব তাফসির ও হাদিসে আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ তাফসিরে তাবারিতে এসেছে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার একটি অন্যতম ব্যাখ্যা—শরীরে উলকি (সুচের সাহায্যে দেহে অঙ্কিত স্থায়ী চিত্র) আঁকা। যারা দেহে উলকি আঁকে, তারা সৃষ্টির পরিবর্তন করে। এই তাফসির তাবেয়ি তাফসিরকারক হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০১ হি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[20] আর ***সহিহুল বুখারি (হা : ৪৮৮৬)*** ও ***সহিহ মুসলিমে (হা : ২১২৫)*** বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيْ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, “আল্লাহ লানত করুন (তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করুন) ওই সমস্ত নারীকে, যারা অন্যের শরীরে উলকি অঙ্কন করে দেয় এবং নিজেদের শরীরে উলকি অঙ্কন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য চোখের ভ্রু তুলে ফেলে এবং

---

[19] আল-কুরআন, ৪ (সুরা নিসা) : ১১৯-১২১।
[20] তাফসিরে তাবারি, খ. ৭, পৃ. ৫০০-৫০১।

দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে; **এরাই সেসব নারী, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।**" এরপর বনু আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকুব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি এসে বললেন, "আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লানত করেছেন।" ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, **"আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে লানত করেছেন, আমি তাকে লানত করব না কেন?"**[21] প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী নারীদের মাঝে এসবের প্রচলন বেশি ছিল বলে হাদিসে তাদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে, অন্যথায় এই বিধানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান।[22] যেসব পাপের ক্ষেত্রে শাস্তি বা লানত প্রভৃতি সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলো কবিরা গুনাহ (বড়ো পাপ) হিসেবে বিবেচিত হয় শরিয়তে।[23] সুতরাং স্রেফ উলকি আঁকাই যদি সৃষ্টির পরিবর্তন ও কবিরা গুনাহ হয়, তাহলে লিঙ্গ-পরিবর্তন করে নারী থেকে পুরুষ কিংবা পুরুষ থেকে নারী হওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ হওয়ার অনেক বেশি উপযুক্ত। বরং এটা উলকি আঁকার চেয়েও বড়ো পরিবর্তন, বড়ো অপরাধ।

২. ট্রান্সজেন্ডার হওয়া তথা লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হারাম। কারণ নারীর জন্য পুরুষের বেশ ধারণ করা এবং পুরুষের জন্য নারীর বেশ ধারণ করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। *সহিহুল বুখারিতে (হা : ৫৮৮৫)* বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সকল পুরুষকে লানত করেছেন (আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার বদদোয়া করেছেন), যারা নারীর বেশ ধরে এবং ওই সকল নারীকে লানত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধরে।"[24]

সুনানু আবি দাউদে (হা : ৪০৯৮) বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন ওই সকল পুরুষকে যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরে, এবং ওই সকল নারীকে যারা পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরে।"[25]

নারীরা পুরুষদের পোশাক পরিধান করবে, আর পুরুষরা নারীদের পোশাক — এমন কাজ কুরআন-সুন্নাহর দলিল পরিপন্থি এবং ইজমাবিরোধী (অর্থাৎ ইসলামের সকল উলামা ও ইমামের

---

[21] সহিহুল বুখারি, হা : ৪৮৮৬; সহিহ মুসলিম, হা : ২১২৫।

[22] সিরাজুদ্দিন আবু হাফস ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওদিহ লি শারহিল জামিয়িস সহিহ, খ. ২৩, পৃ. ৩৬৯।

[23] তাফসিরে তাবারি, খ. ৬, পৃ. ৬৫২; ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

[24] সহিহুল বুখারি, হা : ৫৮৮৫।

[25] সুনানু আবি দাউদ, হা : ৪০৯৮, বর্ণনার মান : সহিহ।

সর্ববাদিসম্মত অভিমতের বিপরীত) বলে উল্লেখ করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.)।[26]

৩. ট্রান্সজেন্ডার হওয়া তথা লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হারাম। কারণ অন্য লিঙ্গের বেশ ধরা লোকদেরকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। *সহিহুল বুখারিতে (হা : ৫৮৮৬)* বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ : «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদেরকে লানত করেছেন।" আর তিনি বলেছেন, "ওদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করো।" ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুককে বিতাড়িত করেছেন এবং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু অমুককে বিতাড়িত করেছেন।"[27]

আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) এবং আল্লামা বাদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেছেন,

أمرنَا بإخراجهم لِأَنَّهُ قد يُؤَدِّي فعلهم إِلَى مَا يَفْعَله شرار النِّسَاء من السحق وَهُوَ عَظِيم.

"নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'এসব ব্যক্তিকে বিতাড়িত করার' নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তাদের কর্মকাণ্ড কখনো কখনো সেদিকে প্ররোচিত করতে পারে, যা নিকৃষ্ট মহিলারা করে থাকে, অর্থাৎ নারীদের সমকামিতা। আর এটা ভয়াবহ অপরাধ।"[28]

৪. ট্রান্সজেন্ডার হওয়া তথা লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হারাম। কারণ জন্মসূত্রে পাওয়া সুস্থ লিঙ্গের প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে সেটাকে পরিবর্তন করতে চাওয়া মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির তথা ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ-আপত্তি করার নামান্তর। অথচ আল্লাহ যার ভাগ্যে যা লিখেছেন, সেটার ওপর সন্তুষ্ট থাকা, বিপদ হলেও ধৈর্যধারণ করা, তাঁর ফয়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ-আপত্তি না করা বান্দার ওপর ওয়াজিব।

---

[26] মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ২২, পৃ. ১৪৬।

[27] সহিহুল বুখারি, হা : ৫৮৮৬।

[28] সিরাজুদ্দিন আবু হাফস ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওদিহ লি শারহিল জামিয়িস সহিহ, খ. ২৮, পৃ. ১০৩; বাদরুদ্দিন আইনি হানাফি, উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি, খ. ২২, পৃ. ৪২।

***সুনানুত তিরমিজি* (হা : ২৩৯৬)** ও ***সুনানু ইবনি মাজাহয়* (হা : ৪০৩১)** বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বিপদ যত বড়ো হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। মহান আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (বিপদআপদ দিয়ে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।"[29] বিপদআপদে অসন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারেই এ কথা বলা হয়েছে। তাহলে যাদেরকে আল্লাহ সুস্থ নারী ও পুরুষের দেহ দিয়েছেন, নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তারা ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তরিত হতে চায়, তাদের ব্যাপারটি কেমন হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

"আসমানরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[30] আল্লাহ যার ভাগ্যে যেই লিঙ্গ নির্ধারণ করেছেন, তাকে সেটার প্রতিই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। অন্যথায় আল্লাহর ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্টি কখনো কখনো বড়ো কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে, আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ভাগ্যনির্ধারণের নিপুণতার ব্যাপারে সংশয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে; যার দরুন একজন ব্যক্তি আর মুসলিম থাকে না, বরং বেদিন কাফিরে পরিণত হয়। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।[31]

এসব দলিলপ্রমাণ থেকে সূর্যের আলোর মতো সাব্যস্ত হয়ে যায়, ইসলামি শরিয়তে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া তথা লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। **আর যেহেতু ট্রান্সজেন্ডার হওয়া তথা লিঙ্গ-পরিবর্তন করা সরাসরি কুরআনের আয়াতবিরোধী, বিগত চোদ্দোশো বছরের সকল মুসলিমের সর্ববাদিসম্মত অভিমতের বিরোধী, তাই এরূপ অকাট্য হারাম বিষয়কে যারা হালাল বিশ্বাস করবে কিংবা বৈধ বলে দাবি করবে, কিংবা ট্রান্সজেন্ডারদের এসব কর্মকাণ্ড করার অধিকার আছে বলে দাবি করবে, তারা আর মুসলিম থাকবে না, বরং মুরতাদ কাফিরে পরিণত হবে।**

---

[29] সুনানুত তিরমিজি, হা : ২৩৯৬; সুনানু ইবনি মাজাহ, হা : ৪০৩১, বর্ণনার মান : হাসান।

[30] আল-কুরআন, ৪২ (সুরা শুরা) : ৪৯-৫০।

[31] ইবনু উসাইমিন, মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, খ. ১৭, পৃ. ৪৬৭।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন,

«مَنْ فَعَلَ الْمَحَارِمَ مُسْتَحِلًّا لَهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالْاِتِّفَاقِ».

“যে ব্যক্তি হালাল মনে করে হারাম কাজ করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।”[32] সর্ববাদিসম্মত অকাট্য হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করা লোক যে কাফির, এ মর্মে আরও অনেক ইমামের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এবং ইজমাও বর্ণিত হয়েছে; আর উলামাদের বিশুদ্ধ ইজমা (ঐক্যমত) ইসলামি শরিয়তের শক্তিশালী দলিল।

পক্ষান্তরে আল্লাহ কোনো কোনো মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য ত্রুটিপূর্ণ লিঙ্গ বা অস্পষ্ট লিঙ্গের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেন, ফলে তার জন্ম হয় ত্রুটিপূর্ণ লিঙ্গ নিয়ে। যেমন অনেক মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এমন অস্পষ্ট লিঙ্গের মানুষদেরকে আমাদের সমাজে হিজড়া বলা হয়। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী তাঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও আলামত দেখে তাঁদেরকে নারী বা পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং সে অনুযায়ীই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে সমাজে বসবাস করবেন। এক্ষেত্রে যেই লিঙ্গের আলামত তার মধ্যে বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে, সেই লিঙ্গকে পুরোপুরি সুস্থ করার জন্য বিশ্বস্ত ডাক্তারদের মাধ্যমে সার্জিক্যাল অপারেশন করা জায়েজ আছে মর্মে প্রাজ্ঞ উলামাগণ ফতোয়া দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, যেই হিজড়ার মধ্যে পুরুষের আলামত বেশি দেখা গেছে, তাকে নারী বানানোর জন্য অপারেশন করা কিংবা যেই হিজড়ার মধ্যে নারীর আলামত বেশি দেখা গেছে, তাকে পুরুষ বানানোর জন্য অপারেশন করা জায়েজ নয়। যেই লিঙ্গের আলামত বেশি পাওয়া যাবে, সেই লিঙ্গকে সুস্থ করে তোলার জন্যই কেবল অপারেশন করা জায়েজ হবে।[33]

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ফতোয়া :

সম্মানিত উপস্থিতি, ***সৌদি আরবের ইলমি গবেষণা ও ফতোয়াপ্রদানের স্থায়ী কমিটিকে (আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা)*** লিঙ্গ-পরিবর্তনের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তাঁরা উত্তরে বলেছেন,

إذا ثبتت ذكورتك وتحققت فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثى - فيما تظن - تغيير لخلق الله وسخط منك على ما اختاره الله لك.

“যদি আপনার পুরুষত্ব সাব্যস্ত ও নিশ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে অপারেশন করে—আপনার ধারণা অনুযায়ী—আপনি যদি নারীতে রূপান্তরিত হন, তাহলে আপনি আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করেছেন এবং আপনার জন্য আল্লাহ যা পছন্দ করেছেন সেটার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলেই বিবেচিত হবে।”

---

[32] ইবনু তাইমিয়া, আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রসুল, পৃ. ৫২১।

[33] ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা, গুচ্ছ : ১, খ. ২৫, পৃ. ৪৫-৪৯, ফতোয়া নং : ২৬৮৮; আরও দেখুন : কাতারভিত্তিক ফতোয়ার ওয়েবসাইট ইসলামওয়েব ডট নেট, ফতোয়া নং : ৩৭৮৬৩৪।

কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা আরও বলেন,

إن كانت ذكورتك غير محققة، وإنما تظن ظنا أنك رجل، لما تراه في بدنك من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنثوية وتميل نحو الذكور عاطفيا وتنجذب إليهم جنسيا فتريث في أمرك، ولا تقدم على ما ذكرت من العملية، واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة الأخصائيين، فإذا تحققوا أنك ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك فسلم نفسك إليهم ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء العملية، وليس ذلك تحويلا لك من ذكر إلى أنثى، فهذا ليس إليهم، وإنما هو إظهار لحقيقة أمرك، وإزالة لما كان ببدنك وكوامن نفسك من لبس وغموض، وإن لم يتبين لأهل الخبرة شيء فلا تغامر بإجراء العملية، وارض بقضاء الله، واصبر على ما أصابك إرضاء لربك.

"আপনি পুরুষ কিনা তা যদি নিশ্চিত না হন, কেবল আপনার শরীরের বাহ্যিক পুরুষালি বৈশিষ্ট্য দেখে আপনি নিজেকে ধারণা করছেন পুরুষ বলে, আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে আপনার মাঝে নারীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করছেন, অনুভূতি ও যৌনাবেদনের দিক থেকে পুরুষদের প্রতি আকর্ষণবোধ করছেন; ব্যাপার যদি এমনই হয়, তাহলে ধীরস্থিরভাবে আপনার ব্যাপারটা যাচাই করুন। আপনি যেই অস্ত্রোপচারের কথা বলেছেন, সেটা করতে যাবেন না। আপনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন; যেমন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন। তারা যদি নিশ্চিত হয়, আপনি বাহ্যিক দিক থেকে পুরুষ হলেও বাস্তবে (জৈবিকভাবেই) আপনি একজন নারী, তাহলে আপনি নিজেকে তাদের কাছে অর্পণ করুন, যেন তারা অপারেশন করে আপনার প্রকৃত নারীত্ব বের করে আনে। এটা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না (কারণ এর মাধ্যমে জন্মগত দৈহিক ক্রুটিকে ঠিক করা হয়, এর সাথে মনের সম্পর্ক নেই – অনুবাদক)।

কেননা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তর করার কাজ তাদের নয়। এটা তো আপনার প্রকৃত বাস্তবতাকে প্রকাশ করা এবং আপনার শরীরে ও নিজের অভ্যন্তরে থাকা অস্পষ্টতাকে দূর করার নামান্তর। যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কাছে আপনার এমনকিছু প্রতিভাত না হয়, তাহলে অপারেশন করতে যাবেন না। আপনি আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, আপনার রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি যেই মুসিবতে পড়েছেন তাতে ধৈর্যধারণ করুন।"[34]

এছাড়াও ওআইসির অধীন 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমি', কুয়েতের ফতোয়া বোর্ড, জর্ডানের ফতোয়া বোর্ড, মিশরের ফতোয়া বোর্ড এবং ওআইসির ফিকহ অ্যাকাডেমির বরাতে অ্যামেরিকার ফতোয়া বোর্ডও ট্রান্সজেন্ডার হওয়া তথা লিঙ্গ-পরিবর্তন করা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছে। *বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় সৌদি ফতোয়া বোর্ডের বরাতে এই কাজকে হারাম বলা হয়েছে। দেওবন্দি হানাফিগণের কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ 'আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম-হাটহাজারী' মাদরাসা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভয়াবহতা উল্লেখ করে এবং এটাকে হারাম ঘোষণা করে দীর্ঘ ফতোয়া প্রকাশ*

[34] ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা, গুচ্ছ : ১, খ. ২৫, পৃ. ৪৫-৪৯, ফতোয়া নং : ২৬৮৮।

করেছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরানার মুসলিমদের সংগঠনগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠনের বাইরের (কোনো সংগঠন না করা) বিজ্ঞ দায়ি ও মৌলানাগণও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে হারাম ঘোষণা করে এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ার অবস্থান তুলে ধরেছেন।[35]

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষতিকর দিক :

সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের দেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকগুলো বড়ো বড়ো ক্ষতি ও বিপত্তি চলে আসবে। সেসবের কয়েকটি সংক্ষেপে বলছি :

১. ইসলামি আইনের গুরুতর লঙ্ঘন হবে। আমরা একটু আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২. ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ সমকামিতার পথ সুগম করে দেবে। এক ছেলের সাথে আরেক ছেলে কুকর্ম করার আগে তাদের একজন বলবে, 'আমি এখন থেকে মেয়ে,' এরপর দুজনে বিয়ে করে সমকামিতা করবে। একই কাজ করবে মেয়ে সমকামীরাও। অথচ সমকামিতা ইসলামি আইনে হত্যাযোগ্য অপরাধ, মহান আল্লাহ নবি লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রাদয়কে এই কাজ করার দরুন জমিন-সহ ওপরে তুলে উল্টে ফেলে দিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করেছিলেন।[36] আর বাংলাদেশের দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী সমকামিতার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের কারাদণ্ড; যা আমরা ইতোমধ্যে বলেছি।

৩. ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে বিপত্তি তৈরি হবে। সুযোগসন্ধানী নারীরা পুরুষ সেজে পুরুষের অংশ চাইবে, আবার পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া ব্যক্তি পিতার একমাত্র সন্তান হলে তার চাচা এসে অংশ চাইবে! আরও অনেক অরাজকতা তৈরি হবে এই ক্ষেত্রে।

৪. মেয়েদের হোস্টেলে আপনার-আমার মেয়ের সাথে জ্বলজ্যান্ত ছেলে থাকবে নিজেকে মেয়ে দাবি করে। আবার ছেলেদের হোস্টেলেও মেয়েরা থাকবে নিজেদেরকে ছেলে দাবি করে!

৫. জেলখানাতেও মেয়েদের সাথে ট্রান্সমেয়েদেরকে রাখা হতে পারে, যারা মূলত ছেলে। ছেলেদের সাথে ট্রান্সছেলেদেরকে রাখা হতে পারে, যারা মূলত মেয়ে!

৬. পাবলিক টয়লেটে মেয়েদের সাথে ছেলেরাও যাবে মেয়ে পরিচয় দিয়ে, কারণ তারা ট্রান্সজেন্ডার। আবার ছেলেদের টয়লেটে যাবে মেয়েরা ছেলে পরিচয় দিয়ে!

৭. পরিবার ধ্বংস হবে। আর এটাই পশ্চিমা মোড়লরা চায়। কারণ এটার পেছনে আছে বিলিয়ন ডলারের লাভ। এমনি কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেনি এই খাতে। যে দেশের জনগণ শীতের কাপড় পায় না, দুবেলা ঠিকমতো খেতে পায় না, পড়ার খরচ জোগাড় করতে পারে না, তাদের প্রতি

---

[35] বলা বাহুল্য, সকল ঘরানার মুসলিমদের মত দেখানোর জন্য আমরা বিভিন্ন ফতোয়া বোর্ডের নাম নিলাম। অন্যথায় নির্দ্বিধায় পড়ার জন্য সৌদি ফতোয়া বোর্ড ও ওআইসির ফিকহ অ্যাকাডেমির মতো সালাফি উলামাদের নেতৃত্বাধীন ফতোয়া বোর্ড ছাড়া অন্য কোনো বোর্ডকে আমরা রেকমেন্ড করছি না। আল্লাহ সুমতি দিন। আমিন।

[36] আল-কুরআন : ১১ (সুরা হুদ) : ৭৭-৮৩; আল-কুরআন : ১৫ (সুরা হিজর) : ৬১-৭৫।

পশ্চিমা দয়ালু মোড়লগণ দয়া করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য কোটি টাকা ঢালছেন! এমনি এমনি নয়। এখন সচেতন না হলে আমরা সচেতন হব আর কবে?

কয়েকটি সংশয়ের জবাব :

সম্মানিত উপস্থিতি, এসব বিষয়ে বলতে গেলে কিছু সংশয় নিয়ে আসে ট্রান্সজেন্ডারপন্থি লোকজন। আমরা সংক্ষেপে সেসবের জবাব দেব, ইনশাআল্লাহ।

সংশয়-১ : ট্রান্সজেন্ডার মানে হিজড়া! আমরা মূলত হিজড়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি।

জবাব : (ক) হিজড়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ ইন্টারসেক্স (intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ, অথবা হার্মাফ্রোডাইট (hermaphrodite)। ট্রান্সজেন্ডার কখনোই হিজড়া নয়। আমরা বিবিসি বাংলার রিপোর্ট থেকে এটার প্রমাণ দিয়েছি। এছাড়াও ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা-সহ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা প্রভৃতির মতো সমস্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে ট্রান্সজেন্ডারের একই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশে হোচিমিন ইসলামের মতো ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টরাও ট্রান্সজেন্ডারের এই পরিচয় দিয়ে হিজড়াদেরকে নিজেদের থেকে আলাদা ঘোষণা করেছে।

(খ) জন্মের সময় ত্রুটিপূর্ণ লিঙ্গ নিয়ে জন্মের কারণে হিজড়া হয়। পক্ষান্তরে সুস্থ লিঙ্গের অধিকারী ব্যক্তি ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে ট্রান্সজেন্ডার। **হিজড়াদের সমস্যা দেহে, ট্রান্সজেন্ডারদের সমস্যা মনে।**

(গ) মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমেই প্রমাণ করা সম্ভব কে হিজড়া, আর কে হিজড়া নয়। কিন্তু কে ট্রান্সজেন্ডার সেটা মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ কার মনে কী আছে, সেটা কীভাবে জানা সম্ভব?

(ঘ) হিজড়ারা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই অধিকার পাবেন, সম্পত্তিতে তাঁদের অংশ পাবেন, তাদেরকে কোনোরূপ নিন্দা করা যাবে না এবং তাঁরা অপরাধীও নন। **কিন্তু ট্রান্সজেন্ডাররা নিন্দাযোগ্য অপরাধী, নবিজির নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে এবং ভুয়া হিজড়া সাজা লোকদেরকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে হবে। পরন্তু ট্রান্সজেন্ডার হওয়া হালাল মনে করলে সে মুরতাদ কাফিরে পরিণত হবে, আর কোনো কাফির ব্যক্তি মুসলিমের সম্পদের ওয়ারিশ হতে পারে না।**

সংশয়-২ : সপ্তম শ্রেণির বইয়ে গতবছর 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দ থাকলেও এ বছর তা তুলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আপনাদের প্রতিবাদ করা নিতান্তই ভুল ও বোকামি।

জবাব : 'শরীফার গল্পের' প্রধান আলোচ্য বিষয়ই জন্মসূত্রে পাওয়া লিঙ্গকে পরিবর্তন করে ফেলা। গতবছরের গল্প এ বছরও হুবহু রাখা হয়েছে, কেবল 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দের জায়গায় 'হিজড়া' শব্দ বসানো হয়েছে। এটা হয়েছে আরও ভয়ানক ও প্রতারণামূলক কাজ। এ দেশের অবহেলিত হিজড়াদেরকে ঢাল করে সমকামিতা করতে চাওয়া ক্রিমিনালদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্টা করা হয়েছে উক্ত কাজের মাধ্যমে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, হিজড়ারা ট্রান্সজেন্ডার! সাধারণ মানুষকে আর কত ধোঁকা দেবেন দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল?

সংশয়-৩ : ট্রান্সজেন্ডার হওয়া একজন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এটাতে হস্তক্ষেপ করার মানে কী?

জবাব : ব্র্যাক ভার্সিটির শিক্ষক আসিফ মাহতাবেরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ধর্মীয় অবস্থা তুলে ধরা। তাঁকে বরখাস্ত করার মানে কী? চোদ্দো বছরের কিশোর-কিশোরী স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে, সেখানে তাদেরকে বাল্যবিবাহ আইন করে বাধা দেওয়ার মানে কী? যেই পশ্চিমা বিশ্বকে অনুসরণ করে তোমরা অশ্লীলতা ছড়াতে চাও, সেখানে ক্লাস-এইট পড়ুয়া বাচ্চা মেয়ে লিঙ্গ-পরিবর্তন করতে চাইলে বাবা বাধা দেওয়ায় তাকে (বাবাকে) জেলে ঢোকানো হয়, সন্তানের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করা হয় এবং মিডিয়াতেও কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; এসবের মানে কী? লিবারেলগিরি করার আগে পায়ের তলায় মাটি রেখে কথা বোলো, নয়তো ধসে যাবে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় :

১. সবার আগে নিজের ও নিজ নিজ পরিবারের এবং দেশের মুসলিমদের ইমান বাঁচানোর জন্য এবং ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার ফিতনা থেকে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করা। দোয়া মুমিনের অস্ত্র। এটাকে কাজে লাগান। নচেৎ ঘরের মধ্যে ছেলেমেয়ে কাফির মুরতাদ হয়ে বসে থাকবে, টেরও পাবেন না।

২. ইমান-আকিদা শুদ্ধ করার জন্য বিশুদ্ধ আকিদার বইপুস্তক পড়া, জুমার খুতবায় আগে আগে যেয়ে খুতবা শোনা এবং প্রতিটি বাড়িতে নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামি পরিবেশ গড়ে তোলা।

৩. অবিবাহিত ছেলেমেয়ের ফোন, ল্যাপটপ প্রভৃতিতে নজরদারি রাখা। সন্তানের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা, তার বন্ধুবান্ধব ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। সন্দেহজনক কিছু পেলে বিজ্ঞ ও মুরব্বি উস্তাজ-মৌলানাদের শরণাপন্ন হওয়া এবং প্রয়োজনে বিশ্বস্ত ও পরহেজগার মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা।

৪. সর্বোপরি নিজ নিজ জায়গা থেকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের প্রতিবাদ করা এবং এ বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলা।

৫. মুসলিম শিক্ষকদের উচিত এ বিষয়ে ছাত্রদেরকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া এবং ইমাম-খতিব-বক্তাদের উচিত খুতবা ও ইসলামি বয়ানে ট্রান্সজেন্ডারের সাথে ইসলামের বিরোধ প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা।

আল্লাহ আমাদেরকে এই সর্বগ্রাসী ফিতনার ভয়াবহতা বোঝার এবং এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টা করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, যেই কুচক্রী মহল এসব কুৎসিত বিকৃত যৌনাচার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরকে আপনি হয় হেদায়েত দিন, আর হেদায়েত নসিবে না থাকলে তাদেরকে পাষণ্ড ফেরাউনের মতো সদলবলে ধ্বংস করে দিন। আমিন।

নিবেদক—
দয়াময় আল্লাহর ক্ষমাভিখারী বান্দা
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা